প্রথম আলো

তারিখ ০৯ DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

কোচিং ও সহায়ক বই রাখলে শিক্ষার্থীরা আরও জিম্মি হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

'ছায়া শিক্ষা'র নামে কোচিং ও প্রাইভেট টিউশনির বৈধতা দেওয়া এবং বিনা অনুমতিতে সহায়ক বই প্রকাশের বিষয়টিকে অনাকাঙ্ক্ষিত ও বৈষম্যমূলক বলে মনে করেন শিক্ষাবিদসহ দেশের ৩৪ জন বিশিষ্ট নাগরিক। তাঁরা বলেছেন, আইনে এগুলো রাখলে শিক্ষার্থীরা কোচিং-বাণিজ্য ও সহায়ক বইয়ের কাছে আরও বেশি জিম্মি হয়ে পড়বে।

গতকাল বৃহস্পতিবার তাঁরা এক বিবৃতিতে উদ্বেগ জানিয়ে শিক্ষা আইনের খসড়া থেকে এসব বিষয় বাদ দেওয়ার জন্য সরকারের নীতিনির্ধারণী মহলের কাছে অনুরোধ রেখেছেন। বিশিষ্টজনদের এই যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করা যাচ্ছে যে খসড়া শিক্ষা আইনে 'কোচিং, প্রাইভেট টিউশন ও গাইড বই'কে সহায়ক পুস্তক নামে বৈধতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনের খসড়ায় প্রাইভেট টিউশনসহ 'ছায়া শিক্ষা'র কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া অনুমোদন ছাড়াই সহায়ক পুস্তক প্রকাশের সুযোগ রাখা হয়েছে, যা নোট ও গাইড বইয়ের বিকল্প এবং সহায়ক বা অনুশীলনী বই নামে পরিচিত। তাঁরা বলেন, জনগণের চূড়ান্ত মতামতের জন্য ওয়েবসাইটে

৩৪ বিশিষ্টজনের বিবৃতি

প্রকাশিত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াতেও (এপ্রিল ২০১৬) এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এখন জনমতকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধারাগুলো কী কারণে অন্তর্ভুক্ত করা হলো, তা বোধগম্য নয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, শিক্ষায় অগ্রগতির বিষয়ে বর্তমান সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগের পরও যদি এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে তা হবে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য বিপর্যয়কর এবং শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। এতে শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছা প্রশ্নবিদ্ধ হবে, পারিবারিক পর্যায়ে শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাবে, সর্বোপরি মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। সরকার যেখানে 'বিশ্বমানের শিক্ষা' অর্জনে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলছে, সেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে কোচিংকে বৈধতা দেওয়া হলে শ্রেণিকক্ষে পঠনপাঠন সবকিছুই অর্থহীন হয়ে পড়বে। তখন শিক্ষকেরা ছুটবেন স্কুল-কলেজের বাইরে কোচিং করাতে, অভিভাবকেরা প্রাণপণ ব্যয় করে এই অসুস্থ প্রতিযোগিতার বাজারে ছোটাছুটি করবেন।

বিশিষ্ট নাগরিকেরা মনে করেন, আইনে কোচিং, প্রাইভেট টিউশন ও অনুমোদনহীনভাবে সহায়ক পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা রাখার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পাশ কাটিয়ে যাওয়া এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ জোরদার হয়ে উঠবে।

বিবৃতি দেওয়া বিশিষ্টজনদের মধ্যে রয়েছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আনিসুজ্জামান, কামাল লোহানী, এম হাফিজউদ্দিন খান, সুলতানা কামাল, রাশেদা কে চৌধূরী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুহম্মদ জাফর ইকবাল, আবুল মোমেন, রামেন্দু মজুমদার, সেলিনা হোসেন, আয়শা খানম, মাহফুজা খানম, নাসির উদ্দীন ইউসুফ, মামুনুর রশীদ, ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ।

শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধের দাবি: বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি কোচিংসহ যেকোনো ধরনের শিক্ষাবাণিজ্য বন্ধের দাবি জানিয়েছে। গতকাল সংগঠনের এক সভায় এই দাবি জানানো হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।